14

ভোরের কাগজ

তারিখ 04 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৭

সাফল্যের শীর্ষে রাজধানীর ৪ স্কুল

জ.ই. মামুন : এবার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে রাজধানীর চারটি খ্যাতনামা স্কুলের সাফল্য ছাড়িয়ে গেছে ঢাকা বোর্ডের অন্য সব স্কুলকে। কেবল মেধা তালিকায় প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে নয়, সার্বিক ফলাফলেই এ স্কুলগুলো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছে। এ স্কুল চারটি হচ্ছে, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল, হলিক্রস স্কুল এবং আইডিয়াল স্কুল।

এই স্কুলগুলোর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ঈর্ষণীয় সাফল্যে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক অভিভাবক সকলেই খুশি। তারপরেও প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকদেরই রয়েছে ছোটখাটো দুএকটা আক্ষেপ।

যেমন, গভ. ল্যাবরেটরি স্কুলের ক্ষেত্রে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় প্রথম হতে না পারা, আইডিয়ালের আক্ষেপ হচ্ছে বাণিজ্য-মানবিকে মেধা তালিকায় স্থান পেলেও বিজ্ঞানে একটি আসনও না পাওয়া, হলিক্রসের আক্ষেপ হচ্ছে মেধা তালিকায় এ স্কুলের ৮ ছাত্রী জায়গা পেলেও প্রথম থেকে ষষ্ঠ আসনে কেউ নেই। সেই দিক দিয়ে ভিকারুননিসা স্কুলে আক্ষেপ নেই, কারণ বিজ্ঞানে প্রথম-তৃতীয়সহ তিন বিভাগের মেধা তালিকাতেই তাদের আছে উজ্জ্বল উপস্থিতি। গত রোববার ফলাফল বেরোনোর পর গতকাল নগরীর স্কুল চারটি ঘুরে এসব প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।

ভিকারননিসা নূন স্কুলে এ বছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ৩১৭ জন। এরা সবাই প্রথম বিভাগ পেয়েছে, স্টার নম্বর পেয়েছে ২৯১ জন। মেধা তালিকায় প্রথম ও তৃতীয়সহ চারটি স্থান এ স্কুলের। মানবিকে পরীক্ষা দিয়েছিল ৬১ জন, ৬০ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছে। এদের মধ্যে মেধা তালিকায় আছে তিনজন, স্টার নম্বর পেয়েছে ২১ জন। বাকি ১ জনের ফল আসেনি, অর্থাৎ সে অকৃতকার্য হয়েছে। বাণিজ্য বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছিল ৯৮ জন, প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৯৬ জন। সম্মিলিত মেধা তালিকায় আছে চারজন, মেয়েদের মেধা তালিকা আরো একজন। এ বিভাগে স্টার নম্বর পেয়েছে ৪৯ জন। বাকি ২ পরীক্ষার্থীর একজন দ্বিতীয় বিভাগ অন্যজন অকৃতকার্য।

৪৭৬ পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দুজন অকৃতকার্য হওয়ার কারণ সম্পর্কে ভিকারুননিসা স্কুলের অধ্যক্ষা হামিদা আলীর মতামত চাওয়া হলে তিনি বলেন, ঐ দুজন সব পরীক্ষা দিয়েছিল কিনা জানি না। মার্কশিট আসার আগে সঠিক বলা যাবে না। তিনি বলেন, তার স্কুলে আরো চারটি মেয়ের মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পায়নি। এটাই তার একমাত্র আক্ষেপ।

গভ. ল্যাবরেটরি স্কুলে বিজ্ঞানে পরীক্ষার্থী ছিল ২৩৯, প্রথম বিভাগ পেয়েছে ২২৫ জন। মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থানসহ মোট ১৩ জন এ স্কুলের ছাত্র। বিজ্ঞানে স্টার নম্বর পেয়েছে ১৯৭ জন। তিনজন ছাত্র পুরো পরীক্ষা দিতে পারেনি, যার মধ্যে দুজনকে পরীক্ষার সময় সন্ত্রাসীরা অপহরণ করেছিল। আরো দুজন ছাত্রের ফল স্থগিত আছে। এ স্কুলে মানবিক বিভাগে পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র একজন- সে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে। বাণিজ্যে ৫০ পরীক্ষার্থীর ৪৩ জন প্রথম বিভাগ এবং চারজন দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। স্টার পেয়েছে আটজন, মেধা তালিকায় আছে একজন।

এ স্কুলের শিক্ষকরা দুঃখ করেন বিজ্ঞানে প্রথম স্থান না পাওয়ার জন্য। তারা শিক্ষক স্বল্পতা, ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা বেশি, আসবাবপত্রের অভাব- ইত্যাদি অভিযোগ উপথাপন করে বলেন, এসব সমস্যা না থাকলে ফলাফল আরো ভালো হতে পারতো।

হলিক্রস স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগে ১১১ পরীক্ষার্থীর ১০৯ জনই পেয়েছে স্টার নম্বর, বাকি দুজনও প্রথম বিভাগ। সম্মিলিত মেধা তালিকায় আছে ছয়জন। মানবিক বিভাগের ৬৩ পরীক্ষার্থীর ৫৮ জন পেয়েছে প্রথম বিভাগ একজন দ্বিতীয় বিভাগ। বাকি চারজনের ফল স্থগিত রাখা হয়েছে। মানবিকে মেধা তালিকায় আছে দুজন, স্টার নম্বর পেয়েছে ১৬ জন। হলিক্রস কলেজে বাণিজ্য বিভাগ নেই, পরীক্ষার্থীও নেই, তাই মেধা তালিকায় নাম থাকার প্রশ্নও অবান্তর। এই কলেজের শিক্ষকরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান, তবে ছাত্রী ও অভিভাবকরা আক্ষেপ করেন মেধা তালিকার উপর দিকে জায়গা না পাওয়ার জন্য। তবে সামগ্রিক ফলে সবাই ভীষন খুশি।

হলিক্রস স্কুলের ছাত্রী এবং অভিবাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্কুলের সামনের ভাঙা রাস্তা এবং তীব্র যানজটের ব্যাপারে। স্কুলের গেটগুলো সবই তেজগাঁও স্টেশন রোডের সঙ্গে। গতকাল সকালে সেখানে দেখা গেছে নোংরা ভাঙা রস্তায় বৃষ্টির পানি-কাদা একাকার, তীব্র যানজট। কিন্তু তা নিসরনের কোনো ট্রাফিক পুলিশ নেই। সরু ফুটপাতের ওপর হকারদের পসরা। এসব নানা ঝুট ঝামেলা উপেক্ষা করে প্রতিদিন মেয়েদের স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। তদুপরি রাস্তার দুই ধারের পরিবেশও খুব বিশ্রী বলে ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেন। তারা স্কুলের স্বার্থে এই রাস্তাটির সংস্কার এবং যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

আইডিয়াল স্কুলের পাশের পরিবেশ সে তুলনায় অনেক ভালো। সামনে বিশাল রাস্তা-কোনো যানজট নেই। গতকাল স্কুলে গিয়ে দেখা গেলো বন্যার কারণে ক্লাস স্থগিত। শিক্ষকরা জানান, আইডিয়াল স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের ২৭২ পরীক্ষার্থীর ২৭০ জন প্রথম এবং বাকি দুজন দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। স্টার পেয়েছে ২৪৯ জন। মানবিক বিভাগে মাত্র ১২ পরীক্ষার্থীর সবাই প্রথম বিভাগ পেয়েছে। দুজন আবার সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। সবচেয়ে ভালো ফল করেছে বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষার্থীরা। ৯৫ জনের মধ্যে ৯৪ জনই প্রথম বিভাগ, বাকি একজন দ্বিতীয় বিভাগ, স্টার পেয়েছে ৪২ জন। কিন্তু মূল সাফল্য হলো ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্যের সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম দ্বিতীয়সহ নয়জনই আইডিয়াল স্কুলের।

আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষকরা দুঃখ প্রকাশ করেন বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় একটি আসনও ঐ স্কুলে না আসার জন্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, হয়তো বাংলা বা ইংরেজির খাতা এমন কোনো পরীক্ষকের হাতে পড়েছিল যিনি খাতার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। ঐ শিক্ষক বলেন, আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়টি ছাড়া আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষকদের আর কোনো আক্ষেপ নেই।